১৫

কাশ্মীর বিভাগের ষড়যন্ত্র পাকা

নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির পেছনের ইতিহাস

মিঃ ওয়ারেণ ও মিঃ লয় হেণ্ডারসনের কথায় ওঠাবসা

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা	সোমবার, ১৫ই মে, ১৯৫০, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭	মূল্য—দুই আনা

এতদিন টালবাহানার পর কাশ্মীর বিভাগ প্রায় পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন পূর্ব্বেও পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন এই দুই রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়া যে মজা দেখিতেছিল তাহা হঠাৎ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য দুই রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কেন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইহার কারণ খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির গুরু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিশ্বপুঁজিবাদী শক্তির ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে ইহা চাহে না। তাহার বর্ত্তমান একমাত্র লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীলদের একত্রিত করা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গড়ার কাজে। চিয়াংএর পরাজয়ে চীন মার্কিণ পুঁজিবাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এশিয়ার এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের [illegible] ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের সেই হিসাবে মারামারির বদলে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতি গড়াই কাজ। এই কারণেই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি করাইয়াছে মার্কিণ। মার্কিণ ধনপতিরা যে এই চুক্তির আসল চালক তাহা "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। উক্ত পত্রিকার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"করাচীর মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ ওয়ারেণ দিল্লীতে আসেন এবং দিল্লীর মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় হেণ্ডারসনের সহিত একযোগে হস্তক্ষেপ করার ফলেই নেহেরু লিয়াকৎ সাক্ষাৎ এবং চুক্তি সম্ভব হয়।" আর এই কারণেই চুক্তির পরই পণ্ডিত নেহেরু সাংবাদিকদের নিকট বলেন—ভারত ও পাকিস্তান যানবাহন যোগাযোগ ও দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার নীতি গ্রহণ করিতেছে। উভয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একত্রে দেশ রক্ষার নীতি, বিশেষ করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্রদূতদের পরামর্শক্রমে—এইটুকু জানিলেই আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। জনাব লিয়াকৎ সাহেবও মার্কিণ মুলুকে পাড়ি মারার আগে সাংবাদিক বৈঠকে বলিলেন—আমি বরাবরই বিশ্বাস করি যে, বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় ইতিমধ্যেই মিলিয়াছে—নিউ ইয়র্ক টাইমস্ সংবাদ দিয়াছে পাকিস্তান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২০০ আধুনিক ধরণের শেরম্যান ট্যাঙ্ক ক্রয় করিতে এবং ভারতীয় বিমানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাকিস্তানী বিমান বহর গঠন করিতে উদগ্রীব। মার্কিণেও সেই ইচ্ছা পূরণের পূর্ণ ইচ্ছা। আর এই ইচ্ছা যে কেবলমাত্র পাকিস্তানের তাহাও নয়। ভারতের যে অর্থ ইংল্যাণ্ডে ষ্টার্লিং হিসাবে মজুদ আছে তাহা অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার কাজে খরচ করা হইবে এবং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই যাতে ক্রয় করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে মার্কিণ কর্ত্তারা জমান ষ্টার্লিংকে ডলারে পরিশোধ করার দায়িত্ব লইতে স্বীকৃত হইয়াছে। অস্ত্র শস্ত্রের বেলায় ইহা সম্ভব হইলেও ষ্টার্লিংকে ডলারে পরিবর্ত্তিত করার অসুবিধার জন্যই ভারতীয় শিল্পের জন্য Capital goods কেনা সম্ভব হইতেছে না ইংল্যাণ্ড কিংবা মার্কিন হইতে। অবশ্য ঐ দুই দেশ চায় ভারতবর্ষ কাঁচামাল রপ্তানীর দেশ হিসাবে থাকুক; সুতরাং Capital goo.is সেইরূপভাবে দিয়া কাজ নাই যাহাতে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে লাগে এইরূপ জিনিষ তৈয়ারীর কাজে সুবিধা হয় বরং তাহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধের মাল লইতে বাধ্য করিলে আখেরে ভাল হইবে। ভারতবর্ষও মার্কিন নেতৃত্ব চালিত পুঁজিবাদী দেশ; সুতরাং পুঁজিবাদের নেতার মার্কিণের উপদেশ

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

প্রত্যেক প্রদেশে গুলির বন্যা

৩মাসে ৬৭জন কৃষক কর্মী নিহত

বোম্বাই প্রদেশে ২৮৬ বার গুলি চালনা

কংগ্রেসী সরকারের অহিংসার নমুনা

মুখে গান্ধিজী ও বুদ্ধদেবের অহিংসার বাণী আর বাস্তবে হিটলারশাহী, কথায় কথায় জনতার ওপর গুলিবর্ষণ—এই হল কংগ্রেসী রামরাজত্বের ছবি। দেশ শাসনের ভার কংগ্রেসী নেতারা নেবার পর আজ পর্য্যন্ত কত বার গুলি চালনা হয়েছে নিরীহ জনসাধারণের ওপর তা ঠিক মত বলা না গেলেও, এ কথা নিঃসন্দেহে দাবী করা যায় যে সেই সংখ্যা কয়েক হাজারে নিশ্চয়ই পৌছেছে। ভারতবর্ষকে 'রিপাবলিক' ঘোষণা করার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে একজায়গায় না এক জায়গায় গুলি বর্ষিত হয়েছে। এই ধরণের বর্ব্বর উপায়ে শাসন ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত চলে নি হিটলারের জার্ম্মানী আর মুসোলিনীর ইতালী ছাড়া।

কতবড় ফ্যাসিষ্ট সরকার হলে এই রকম জঘন্য অত্যাচারের জন্যে আবার গর্ব্ব বোধ করে! সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, ১৯৫০ সালের প্রথম তিনমাসে ৬৭ জন কৃষক কর্মীকে গুলি করে নিহত করা হয়েছে। যেখানে ৬৭ জন লোক নিহত হয়েছে সরকারী স্বীকৃতি মতেই সেখানে কতজন আহত হয়েছে তা বলার দরকার পড়ে না। সাধারণতঃ প্রতিজন নিহত হলে ১০।১৫ জন আহত হয়—এই হল গড় হিসাব। সুতরাং সচ্ছন্দে বলা যায় আট নয় শত লোক গত তিন মাসে কংগ্রেসী সরকারের অহিংস বুলেটে আহত হয়েছে। এরপর মাদ্রাজ সরকারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নেহেরু-প্যাটেল চক্রের কোন সন্দেহ থাকবে না। আর এই কারণেই সম্ভবতঃ মাদ্রাজ মন্ত্রীগুলির বিরুদ্ধে চুরী, ঘুস নেওয়া, চোরাকারবার আর হাজার রকমের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, বরং যারা বলতে চেষ্টা করছে তাদের নিরাপত্তা বা ঐ জাতীয় কোন বেআইনী আইনে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে কোন প্রাদেশিক সরকারই মাদ্রাজের চেয়ে পেছিয়ে নেই। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ২বছর সাড়ে ৪ মাসের মধ্যে বোম্বাই সরকার ২৮৬ বার গুলি চালিয়েছে। এতে ১৫৪ জন আহত

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সিডনী সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য

আজ ১৫ই মে কলম্বো কমনওয়েলথ কনফারেন্সের মাত্র কয়েক মাস পরে আবার এক সম্মেলন বসছে সিডনীতে—যে দেশের সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করছে। কয়েকদিন আগে অষ্ট্রেলিয়ার এই ফ্যাসিবাদী সরকারের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী রুড স্পেণ্ডার বলেছেন যে এশিয়ায় বৃটিশ কমনওয়েলথ দেশগুলির সাহায্য যেটা আগামী সিডনী সম্মেলনে স্থির করা হবে তা হচ্ছে এক প্রতিবেশীর প্রতি অপরের ভালোবাসার জন্যেই। আর ইঙ্গ-মার্কিণ মহাপ্রভুরা ত এই সব দেশগুলির দুঃখ-দুর্দ্দশায় গদগদ হয়ে ডলার আর ষ্টার্লিং দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে এই সব সম্মেলনে নেতৃত্ব করতে আসছে। অর্থাৎ পরোপকারটা করতে না পারলে এরা যেন পেট ফুলে মারা যাবে—এমনি একটা ভাব এদের চলনেবলনে, কিন্তু বেড়ালের তপস্যাকে বিশ্বাস করার আগে একবার বিচার করা দরকার অবস্থাটাকে।

গত কমনওয়েলথ কনফারেন্স শুধু সীমাবদ্ধ ছিল কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশগুলিকে নিয়ে। তার ফলে দুটো ব্যাপার ঘটেছিল। তাতে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং সাহায্য কমনওয়েলথ দেশগুলিকে দিতে গিয়ে আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্যের সংগে ঠোকাঠুকি লাগে। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দেশগুলির অর্থ-সচিবদের সম্মেলনে। আর এই ঠোকাঠুকিটা আর বেশীদিন চলে ত ডলার-ষ্টার্লিংএর মাঝখানের ফাঁকটা প্রকট হয়ে যাবে যে তার সুযোগে ঔপনিবেশিকেরা নিজে-দের দেশের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে। আর অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ চালিয়েছে তাও ব্যর্থ হবে। এই গোলযোগটাকে মিটিয়ে ফেলবার জন্যে সিডনী কনফারেন্সের ঠিক আগে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব এ্যাকিসন দৌড়ে এসেছেন লণ্ডনে তাঁরই দোসর বেভিনের সাথে আলাপ করতে। এমন কি বিমান থেকে নেমেই সোজা গিয়ে হাজির হয়েছেন বেভিনের কাছে। অর্থাৎ এশিয়া ও ইউরোপে যে সব জায়গায় মুক্তি-যুদ্ধ চলছে বা যে কোন সময় তা শুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সব আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্যে এই দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী আপাততঃ নিজেদের ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে চায়। যাতে আগামী তৃতীয় যুদ্ধের দায়িত্ব সমানভাবে নিয়ে সুবিধেমত পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। ইতিমধ্যেই বিটেন ইন্দো-চীনের আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার জন্যে ফ্রান্সকে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ ফ্রান্স বা ইন্দো-চীন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই নীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্যে এই সিডনী সম্মেলনে ব্যবস্থা করা হবে। স্পেণ্ডার ত বলেই দিয়েছে যে কমনওয়েলথের বাইরের যে সব দেশ সহযোগীতা করতে চায় তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে এই সম্মেলনে।

এই গেল এক দিক। আর এক দিকের কথা হচ্ছে যে গত কমনওয়েলথ সম্মেলনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল সামরিক সাহায্যের ওপর। অথচ তাতে ফল বিশেষ ভাল হয়নি। ভিয়েৎনামের হো-চি-মিনকে ঠেকানো ত যায়ইনি বরং সেই উল্‌টে সাম্রাজ্যবাদকে কোন-ঠাসা করে দিচ্ছে। ইংলণ্ডের শ্রমিক দরদী (?) সরকার মালয়ে ঝাঁক ঝাঁক বোমা ফেলেও মালয়ী জনসাধারণের লড়াইকে ঠেকাতে পারছে না। কাজেই, আজ সাম্রাজ্যবাদীদের একার পক্ষে কোন আন্দোলন দাবানো সম্ভব নয়। তাই সাহায্য শুধু কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না—তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। আর একথাও আজ এরা বুঝেছে যে শুধু সৈন্য দিয়ে সাম্যবাদকে ঠেকানো যাবে না। তাই, অর্থনৈতিক সাহায্যের দিকে এরা এবার নজর দিচ্ছে। জীবন-মান উন্নত করার নাম করে এরা ডলার ষ্টার্লিং ধার দেবে, ভারী শিল্প, মালপত্তর পাঠাবে। তাতে একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ নিজের দেশের অর্থনৈতিক সংকট এড়াবার একটা চেষ্টা করবে, লগ্নি পুঁজিকে খাটাবার বাজার পাবে। এটা যে ইংলণ্ড শুধু তার কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে তা নয়, ইংগ-মার্কিণ জোট বেঁধে দুজনে মিলে এ কাজটি হাসিল করবে। তার ফলে অনুন্নত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি এই সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপ করবে—দেশে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনকে নিজেরা নিজেদের সৈন্যসামন্ত দিয়ে পিষে মারবে।

আর একদিকের কথা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি গড়া। আজ যদি ইংলণ্ড শুধু তার কমনওয়েলথ আর আমেরিকা তার ডলার এলাকা নিয়ে যুদ্ধ ঘাঁটি গড়ে ত সেটা খুব শক্ত ঘাঁটি হবে না। আজকে পৃথিবীজোড়া মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এশিয়ায় চীন থেকে যে ঝড় এল ভিয়েৎনামে, সেখান থেকে এল মালয়ে, তারপর ইন্দোনেশিয়া বর্ম্মায় আর ওদিকে তা ছড়িয়ে পড়ছে ইতালীতে ফ্রান্সে। কাজেই চারিদিকে যে অগুনতি মানুষ জেগে উঠছে তাকে মারতে হলে শুধু এখানে ওখানে ব্লক গড়ে ঘাঁটি গাড়লে চলবে না, এদের নিয়ে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আর সে কাজকে সফল করার জন্যেই এই সিডনী সম্মেলন।

আর এদের এই প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করতে হলে শ্রমিক চাষীর নেতৃত্বে শান্তির লড়াইকে জোরদার করে তুলতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে সমস্ত শান্তিকামী মানুষের এই যুদ্ধবিরোধী লড়াইকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে যা সম্ভব Broad based democratic front এর মারফৎ। তবে এই যুদ্ধ-বিরোধী লড়াইকে কাজে লাগাতে গিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে যেন ভুলে গেলে চলবে না——অর্থাৎ বড় বড় পুঁজিপতিরা যুদ্ধচক্রান্ত-কারী এই কথা বলে শুধু তাদের বিরুদ্ধে লড়ার নাম করে গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীকে বন্ধু ভাবলে ভুল হবে। কারণ স্থায়ী শান্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রের মধ্যেই আসতে পারে। এবং তা পুঁজিপতি-শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মধ্যে দিয়েই সম্ভব।

মধু ও হুল

বহুদিন আগে ইংরেজ শাসনের আমলে আসামের এক ইংরেজ লাট-বাহাদুর ভারতবর্ষের প্রতি দরদ দেখিয়ে বলেছিলেন—"Every Indian I. C. S. is an Indian loss!" আই, সি, এসরা যে শ্বেত হস্তি জাতীয় জীব, তাঁদের দানাপানি যোগান দেওয়া যে গরীব ভারতবাসীর সাধ্যাতীত; আর সেই কারণেই তাঁদের প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের পক্ষে লোকসান বিশেষ—এ কথা লাট সাহেব বলতে চান নি। বরং তিনি এই দেশকে বোঝাতে চেয়েছিলেন—যে হেতু যাঁরা আই. সি. এস হন তাঁরা এক একটা রত্ন মগজের দিক থেকে, সেইহেতু ভারতবাসীরা যদি এই পদের জন্যে লালায়িত হয় তাহলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন রত্ন বিহীন হয়ে নেতৃত্ব বিহীন হয়ে পড়বে। তাতে যেমন ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে তেমনি মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের শাসন শক্ত হয়ে উঠবে। উদার ভদ্রলোক হিসাবে তিনি তা চান না; তাই ভারতবাসীকে তাঁর উপদেশ হল—"খবরদার! আই, সি, এস; আই, পি, এস, আর আর সব গোড়ায় আই এবং শেষে এস ওয়ালা মাসিক কয়েক হাজার টাকা মাইনের চাকরী আছে তার জন্য চেষ্টা কোরো না। ও সব ইংরেজ সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকুক; ক্ষতি যা হবার তা ইংরেজ জাতিরই হোক।" আহা কি উদার প্রাণ! ঠিক যেন পণ্ডিত নেহেরু। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীও লাখনাউএ ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন—তোমরা সরকারী চাকরী নিও না, কারণ সরকারী চাকরী নিলে অধঃপতন হয় ও সে খারাপ হয়ে যায়।" দেশের যুবকরা যাতে খারাপ হয়ে না যায় তার জন্যই ত পণ্ডিতজী বাইরের লোকদের চাকরী দিচ্ছেন না। আর যদি নেহাৎ খারাপ হতেই হয় দেশের কাজে, তাহলে বাইরের লোকের আগে ঘরের ছেলেমেয়েদের সে কাজে বলি দিতে হয়। তাই না, পণ্ডিতজী তাঁর ভগ্নি হতে আরম্ভ করে চার বছরের নাতিটি ছাড়া বাড়ীর আর সকলকে বলি দিয়েছেন দেশের কাজে সরকারী চাকরী দিয়ে। এ কি কম বড় ত্যাগ। রাজা হরিশচন্দ্র যে দেশের লোক সেই দেশেই এই রকম উদারতা সম্ভব! নাঃ দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক ভারতবর্ষ মরেনি।

* *

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের ওপর জুলুমের জন্য সারা ভারতবর্ষ মর্ম্মাহত। বাবুজীর মাইনে ছাড়া অন্যান্য আয়ের ওপর ১৬ হাজার টাকা আয়কর ধার্য্য হয়েছে। কিন্তু তাঁর হাতে টাকা না থাকায় তিনি মাসে মাসে ৮শ টাকা করে শোধ দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সত্যিই ত; একি

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার "অখণ্ড বিশ্ববাদ"

(ইজভেস্তিয়া পত্রিকা থেকে)

ই, দুনায়েভা

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদকে (Cosmopolitanism) হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। পুঁজিবাদী যুগের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের লোভাতুর রাক্ষসেরা যে দেশে ঢুকে মুনাফা হাতাবার ও জনগণকে শোষণের জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদের মুখোস পরত। গোটা পৃথিবীর দরদী বিশ্ব নাগরিক সেজে তারা প্রকাশ্যভাবেই বলে বেড়াতে লাগল যে টাকার কোন "মাতৃভূমি" নেই, মূলধন যেখানেই খাটান যাক সেটাই হোল বুর্জোয়াদের নিজের দেশ। পুঁজিবাদ যতই এগিয়ে গেল বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের যুগে যখন বড় বড় ধনকুবেররা নিজেদের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে, পণ্য এবং মূলধন খাটাবার নতুন নতুন বাজার দখলের জন্য মরীয়া হয়ে আন্দোলন চালাতে লাগল অখণ্ড বিশ্ববাদ হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা।

লেনিন লিখেছেন :—"সাম্রাজ্যবাদের মানেই হোল যে মূলধন জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ; এর মানেই হোল এক নতুন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে জাতীয় শোষণের প্রসার এবং তীব্রতা বৃদ্ধি।" লেনিনের রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২১, পৃ ৩১১-৩১২)

আজকের দিনেও "অখণ্ড বিশ্ববাদ" সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার আদর্শবাদী অস্ত্র। মাকিণ সাম্রাজ্যবাদীরা অখণ্ড বিশ্ববাদের বিষ ছড়াচ্ছে চারিদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতিগুলিকে আদর্শ ভ্রষ্ট করার জন্য, দেশকে উপেক্ষা করতে শেখানর জন্য, জাতীয় 'নিহিলিজম্' সৃষ্টি করে তাদের সজাগ প্রহরাকে অস্বীকার করার জন্য।

মাকিণ সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির অভিভাবক সাজবার চেষ্টা করছে। গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের বুলি আউড়ে তারা গোটা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করছে, বহুকালের দেশগুলিকে অধীন করে উপনিবেশ বানাতে চাইছে।

মাকিণ সাম্রাজ্যবাদের নৈয়ায়িকেরা বলে যে জাতি, জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি কথা আমাদের যুগে অচল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের মতে আমাদের এক "অখণ্ড বিশ্ব রাষ্ট্র-সংঘের" স্বার্থে স্বেচ্ছায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অখণ্ড বিশ্ববাদ, "বিশ্বরাষ্ট্র, এগুলো আসলে বর্ব্বর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মাকিন সাম্রাজ্যবাদের আত্মগোপনের পর্দা। এক "বিশ্ব কমনওয়েলথ্" সৃষ্টির কথা বলে মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা দাবী করে যে এই কমনওয়েলথ্ তাদেরই নেতৃত্বে হওয়া চাই। হিটলারীদের মত ইঙ্গ মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদের উঁচু জাতি হিসাবে জাহির করছে। লিঞ্চ্ আইন-কুক্লাক্স ক্ল্যান-ওয়ালা মাকিন জীবন যাত্রা প্রণালীকে তারা অনুসরনীয় বলে প্রচার করছে, আদর্শ "গণতন্ত্র" বলে জাহির করছে। অন্য জাতির ওপর এই আদর্শ তারা চাপাতে চায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অখণ্ড বিশ্ববাদ আর বুর্জোয়া জাতিয়তাবাদ একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ।

অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেও বুর্জোয়া শ্রেণী অনেক ক্ষেত্রে অখণ্ড বিশ্ববাদের সমর্থক। যে সব দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী মাকিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সংহত করার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে পারে সেই সব দেশেই অখণ্ড বিশ্ববাদের প্রচার চলতে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং অন্যান্য দেশগুলির সরকারদের মার্শালীকরণ মেনে নেওয়া এবং উত্তর আতলান্তিক চুক্তিতে যোগ দিয়ে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রের সঙ্গে দেশকে বেঁধে দেওয়াই হোল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জন্য আজ এই দেশগুলির জনগণের দুর্দশার সীমা নেই।

পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী, নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি এবং উপনিবেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের আঘাতে অসহায় বোধ করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার আশায় তারা দেশবাসীর বিরুদ্ধে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। মাকিন মূলধনের আক্রমণের সামনে তারা নিজেদের দেশের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দরজা খুলে দিয়েছে।

মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত বান্দা দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা অখণ্ড বিশ্ববাদের উৎসাহী প্রচারক। "সকলের মঙ্গলের জন্য সহযোগীতার" ধূয়া তুলে ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, ইতালীর বেলজিয়ামের এবং অন্যান্য দেশের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা তাদের সাগর পারের প্রভুদের পশ্চিম ইউরোপকে মাকিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বানাতে সাহায্য করছে। লেবার পার্টির আদর্শ নৈতিক মিঃ লাস্কী বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার ওকালতি করে মন্তব্য করেন যে যতদিন জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি বজায় থাকবে ততদিন পৃথিবীতে শৃংখলা স্থাপিত হবেনা। বেভিন ও ম্যাকনীল জাতীয় সার্বভৌমত্বকে 'সেকেলে' 'অচল' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়েছেন। বেলজিয়ামের মিঃ স্পাকও তাই বলেছেন। ইউরোপে আমেরিকার বিশেষ প্রতিনিধি হ্যারিম্যান্ ইউরোপের সমস্ত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসাবে গণ্য করেছেন। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী বান্দাদের বিরুদ্ধে হ্যারিম্যানের এই উক্তিই হোল অকাট্য প্রমাণ।

একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিই প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির নেতৃত্ব নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কঠোর আন্দোলন চালাচ্ছে, মাকিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টি।

মাকিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারীরা বেশ বোঝেন যে তাঁদের আক্রমণাত্মক পথের প্রধান বাধা হল সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ছোট বড় সমস্ত জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে, যুদ্ধবাদীদের মুখোস খুলে ধরে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তির প্রহরী।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল অখণ্ড বিশ্ববাদের (ছদ্মবেশ পরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ) বদলে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন খাড়া করে ধরেছে তার নিজের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ। অক্টোবর বিপ্লবের আগে যে দেশে জাতীয় শোষণ, নিপীড়ন আর স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব ছিল আজ সেই দেশে জাতিগুলির মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে।

সোবিয়েৎবাসীর দেশপ্রেম সর্বহারা আন্তর্জাতিয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পৃথিবীর সমস্ত জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতাই হোল সোবিয়েৎ দেশপ্রেমের তাৎপর্য। মহান মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় সোবিয়েৎ দেশপ্রেমের যাচাই হয়ে গিয়েছে। লেনিন ও স্তালিনের পার্টির নেতৃত্বে সোবিয়েৎ জনগণ সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করতে পেরেছে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে জার্মানী ও জাপানী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সোবিয়েৎ সশস্ত্র সাহায্য না পেলে তাদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হোত না।

সোবিয়েতের শান্তির ও মৈত্রীর আন্দোলনের এবং নতুন যুদ্ধের উস্কানি দাতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে সোবিয়েত ও নয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্তকারী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ক্ষেপা কুকুরের মত গোঁ গোঁ করছে। এই যুদ্ধের চক্রান্তকে সফল করার জন্য অখণ্ড বিশ্ববাদ তাদের একটি হাতিয়ার। বিশ্ব মানবের কল্যানকামী সেজে মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশগুলিতে ঢুকে সামরিক ঘাঁটি তৈয়ারী করছে, সোবিয়েতের প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে তাদের আক্রমণের এবং কামানের খোরাক যোগাবার ঘাঁটি বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ইতিহাসের গতি থেকেই দেখা যায় ও বলা যায় ইঙ্গ মাকিন সাম্রাজ্যবাদীদের অন্য জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যর ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা সফল হবে না। "জাতীয় প্রশ্ন ও লেনিনবাদ" প্রবন্ধে স্তালিন ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে জাতি ও জাতীয় ভাষাগুলি অত্যন্ত স্থায়ী এবং সেগুলি বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রচণ্ড শক্তি রাখে। স্তালিনের উদাহরণ থেকেই বলা যায় যে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ অখণ্ড বিশ্ববাদের বা জাতীয় নিহিলিজমের বিষ দিয়ে জাতিগুলির মনকে বিষাক্ত করতে পারবে না।

স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। চীনার কোটি কোটি জনগণের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও ঘরোয়া প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানীতে সাধারণ তন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে ; সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শিবিরের পক্ষে এটা একটা বিরাট জয়লাভ। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী শান্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবার সামর্থ্য রাখে।

—টাস

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কম জুলুম! মৌলিক যা কিছু আছে তা ভাঙিয়ে বছরে তিনি ৬৪ হাজার টাকার মত পান ; তার ওপর রাষ্ট্রপতি হিসাবে মাসিক ১০ হাজার টাকা তাঁর মাইনে। এছাড়া মোটা ভাতা আছে ; তার পরিমাণটা বাঁধা ধরা নেই। কমপক্ষে বছরে তা কয়েক লাখ হবে। সুতরাং এ হেন সাধারণ আয় যাঁর, তাঁর ওপর এই রকম আয়করের দাবী করা জুলুম ছাড়া আর কি বলা যায়? সরকারী নিয়মে বলে কোন বছরের আয়কর সেই বছরেই দিতে হবে। কিস্তি মাসে আটিশ করে দিলে ১৬ হাজার টাকা শোধ দিতে ২০ মাস লাগে। এবার কি তাহ'লে কংগ্রেসী আমলে ২০ মাসে বছর হল, না রাষ্ট্রপতির বেলায় কোন আইনই আইন নয় এই মত দাঁড়াল? বোধ হয় দুটোই।

* *

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী, মাইতি মশাই একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছেন। সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "সাংবাদিকরা সব কেরাণীর দল আর শিক্ষক ও অধ্যাপকরা হস্তিমূর্খ, কারণ রাজনীতির অ আ ক খ ও তারা জানে না।" এত বড় আত্মসমালোচনা ইতিপূর্বে আর হয় নি বল্লেই হয়। শোনা যায়, মাইতি মশাইএর এক কন্যা একাধারে সাংবাদিক ও সরকারী কেরাণী। সুতরাং সব সাংবাদিক কেরাণী না হয়ে পারে না। এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যে হস্তিমূর্খ এ কথা মন্ত্রী মশাই এর চেয়ে আর কে বেশী জানেন। স্বয়ং মাইতি মশাই এককালে শিক্ষক ছিলেন। মন্ত্রী হয়ে বোধ হয় এখন তখনকার দিনের মূর্খতা তাঁর স্মরণে আসছে। আর রাজনীতির মানে চুরি, জোচ্চুরি করে রাজার তালে থাকার নীতি—বর্তমান কংগ্রেসী অভিধান অনুসারে। মোটা গদীর স্কুল মাষ্টার আর অধ্যাপকরা রপ্ত করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁরা মূর্খ ত বটেই। এখন পণ্ডিত তারাই, যারা পাওনা চাকে সব রকম অপকর্ম করে তার জন্য আবার গব বোধ করে। এমতে সর্বজন গ্রাহ্য।

—দিল্লীদেশটা আজব। তা না হলে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের ৬০০ জন লক্ষপতি আপাততঃ এক বছরের জন্য চোরা কারবার চালাবেন না, খাবারে ভেজাল দেবেন না, ট্যাক্স ফাঁকি দেবেন না, ঘুষ দেবেন না, মিথ্যা বিজ্ঞাপন লাগাবেন না, ১৮ বছর বয়সের পর বিয়ে করবেন না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং ৫০ জন নিহত হয়েছে। এ সংবাদ স্বরাষ্ট্র সচিব মোরারজী দেশাই এর দেওয়া খবর। সুতরাং অনেক কম করে যে এতে বলা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ; গুলি চালানোর কারণ শুনলে অবাক হতে হয়। গত ১৯শে এপ্রিল বোম্বাই সরকারের আদেশে নিরস্ত্র বাস্তুহারাদের ওপর ১৪ রাউণ্ড গুলি চালান হয়। তাদের অপরাধ হল—সর্দ্দার প্রতাপ সিং বলে এক ধান্দা ব্যবসাদার (আগে অসাধু ব্যবসা চালাবার জন্য একবার সাজাও হয়) একটা Housing Sciety র নাম করে বাস্তুহারাদের থাকার জন্য কুড়ে ঘর ভাড়া দেয়। এই ঘরগুলির অবস্থা এত খারাপ যে গরু ছাগলের বাসেরও অযোগ্য। বাস্তুহারারা বারবার ঘরগুলি মেরামত করে দিতে বলার পরও কিছু না করায় তারা ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে। এতেই পুলিশ বাহিনী প্রতাপ সিংএর সাহায্যে আসে এবং উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালায়। একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং বহুলোক আহত হয়।

জনসাধারণের ওপর দিনের পর দিন অত্যাচারের বন্যা বয়ে চলেছে আর যখনই তারা এই অত্যাচারের প্রতিবাদে দাঁড়াচ্ছে তখনই ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকার গোলা গুলির জোরে তাদের ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করছে। এ অবস্থা ততদিন চলবে যতদিন না এর প্রতিরোধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে। সুতরাং আজ প্রতিটি শোষিত শ্রমজীবি মানুষের দায়িত্ব হল কংগ্রেস বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এ ছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই। বাঁচতে হলে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের দল চিনে নিতে হবে, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

ইত্যাদি ধরণের অনেকগুলি অঙ্গীকার করেন। লক্ষপতিদের লক্ষ্য হল কোটিপতি হওয়া ; তার জন্য যদি নোট জাল আরম্ভ করা থেকে জুয়াখেলা পর্য্যন্ত যতগুলি অবলম্বন করতে হয় তাহলে দোষ কোথায়? তবুও কেন যে লক্ষপতির দল ভীষ্মের মতন এই রকম কঠিন পণ করে বসলেন তা বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ কংগ্রেসী নেতাদের অঙ্গীকার পালন করার বহর দেখে তাঁদের ভরসা বেড়েছে। আর তা না হলে নিশ্চয় বর্ত্তমান প্রতিযোগীতার যুগে লোক ঠকাবার উপরোক্ত উপায়গুলি টাটা বিড়লা ডালমিয়া প্রভৃতি বড় বড় চাঁইদের নতুন আবিষ্কারের কাছে lod modelled হয়ে পড়ছে।

যে দিবসে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

রাজনৈতিক সচেতনতা ভিন্ন শ্রমিকের বাঁচার উপায় নাই

কালাকানুন বাতিল, শ্রমিক নেতাদের মুক্তি এবং ১৪৪ ধারা রদ দাবী

গত ১লা মে তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং হিন্দমজদুর সভার ফরওয়ার্ড ব্লক অংশের উদ্যোগে এক বিরাট সম্মিলিত সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মৃণাল কান্তি বসু। বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা শ্রমিক বিরোধী লেবাররিলেসান্স বিল প্রত্যাহার, কালা কানুন বাতিল, ১৪৪ ধারা রদ, শ্রমিক নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া একের পর এক বক্তৃতা করিতে থাকিলে উপস্থিত জনসাধারণ নেতাদের বক্তৃতার মাঝে নানা কংগ্রেস বিরোধী আওয়াজ তুলিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে থাকেন।

বিভিন্ন বক্তা তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধতার উপর জোর দিয়া বক্তৃতা দেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বক্তৃতায় মিলনের ঐকান্তিকতা প্রকাশ পায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে হিটলারের লেবার ফ্রণ্টের অনুকরণের লেবার রিলেসান্স বিল ও ট্রেড ইউনিয়ন বিল, যে দুইটি কালা ট্রেড ইউনিয়ন বিল তোলা হইয়াছে তাহা বাতিল করিবার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব তোলেন এ, আই, টি, ইউ, সির কমরেড সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী। তাঁহার সমর্থনে হিন্দমজদুর সভার কমরেড সুনীল দাস ও বিভূতি ঘোষ এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কমরেড নেপাল ভট্টাচার্য্য, সুদর্শন চ্যাটার্জী ও শিবদাস ঘোষ বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড ঘোষ বলেন যে, দীর্ঘদিন বামপন্থী দল গুলিই কেবল মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করিলেও রাজনৈতিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করিতে অক্ষম হওয়ায় আজ প্রায় গোটা শ্রমিক শ্রেণীই বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সভায় উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নগণ্য উপস্থিতিকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলেন, শুধু ঐক্যবদ্ধতার জন্য ঐকান্তিকতাই ঐক্যবদ্ধতা গড়িয়া তুলিতে পারে না। কি কারণে অতীতে ঐক্যবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কি উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধতা এবং কোন কার্য্যসূচীর উপর ভিত্তি করিয়া সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা গড়িয়া তুলিতে হইবে ভাবাবেশের বশে তাহা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। আমাদের নূতন করিয়া আবার শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে কারণ আমরা প্রায় গোটা শ্রমিকশ্রেণীকেই হারাইতে বসিয়াছি। শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সচেতন করিয়া বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে টানিয়া আনিতে না পারিলে ভারতের বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট শাসনের মৃত্যু আসিবে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ঐক্যবদ্ধতা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

নিরাপত্তা বিলের প্রত্যাহার দাবী করিয়া প্রস্তাব তোলেন ডাঃ সুনীল বসু। কমরেড সীতা শেঠ তাঁহাকে সমর্থন করেন। ১৪৪ ধারা রদ করার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব আনেন কমরেড যতীন চক্রবর্ত্তী। প্রস্তাবের সমর্থনে কমরেড রামপ্রসাদ ও সুহৃদ মল্লিক বক্তৃতা দেন।

প্রায় তিনঘণ্টাকাল সভা চলিবার পর সভা শেষ হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সংবাদদাতা ও কমরেডদের কাছে জানানো হইতেছে যে যাবতীয় সংবাদ 'গণদাবীর' অফিসে সম্পাদকের কাছে এবং টাকাকড়ি ও অন্যান্য বিষয়ের চিঠিপত্র পাঠাতে হবে ঐ ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে।

কমরেড এজেন্টদের বিশেষ করে জানানো হইতেছে 'গণদাবী' সংক্রান্ত পাওনা অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন এবং প্রতি সংখ্যা পাওয়ার ৭দিনের মধ্যে সমস্ত দাম নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে দিন।

রথীন সেন
ম্যানেজার

ফিলিপাইনের মুক্তি যুদ্ধের সাফল্য

(রেডষ্টার পত্রিকা থেকে)

ফিলিপাইন আসলে আমেরিকার উপনিবেশ। তাই সেখানে মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠছে। মেহনতি জনগণের ঘাড়ে দুটি জোয়াল, একটি মার্কিণ আর একটি স্বদেশী সামন্ত দলপতি আর বুর্জোয়া মার্কা। ফিলিপাইনের ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নেই। বেকারের সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী।

ফিলিপিনোরা আর নিজেদের নির্মম শোষণ করতে দিতে রাজী নয়। আমেরিকার দেওয়া মেকি "স্বাধীনতার" ধোঁকায় তারা ভোলেনি। বর্ত্তমানে যে জাতীয় অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে তাতেই বোঝা যায় জাতীয় চেতনা আজ কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

মজুরের রুজী রুটির লড়াই, চাষীর জমিদারের জমি দখলের আর গণতান্ত্রিক সংস্কার ও ভূমি সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কৃষক বিদ্রোহ, অর্দ্ধঘট, কুইরিনোর তাঁবেদার সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সভা সমিতি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

ফিলিপাইনে মার্কিণ দালালদের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে গণসমর্থন লাভ করে জাতীয় মুক্তি ফৌজ সফল প্রতিরোধ চালাচ্ছে। জাপানের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়েছেন সেই শক্তিশালী দেশভক্ত যোদ্ধারাই মুক্তিফৌজের মেরুদণ্ড। সারা ফিলিপাইনে গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বহু অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাত বেধে উঠছে। গেরিলারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করে জনপদ দখল করছে। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে ফিলিপাইনে জাতীয় মুক্তি ফৌজে (হুকবং" বা আগেকার 'হুকবালাহাপ") আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ২৫ থেকে ৩০ হাজার যোদ্ধা আছে। সম্প্রতিই সরকারের কতকগুলি সুদৃঢ় ঘাঁটির ওপর মুক্তিফৌজ আক্রমণ চালিয়েছে, ম্যানিলার আশেপাশের অঞ্চলে অসমসাহসের সঙ্গে বারবার হানা দিয়েছে। এই বীর গেরিলাদের আতংকে তাঁবেদার রাষ্ট্রপতি কুইরিনো এবং তাঁর প্রভু কর্ত্তারা অস্থির হয়ে উঠেছে। মার্কিণ প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাগুলো এবং এসোসিয়েটেড প্রেস স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে ফিলিপাইনের পরিস্থিতি সঙ্গীন।

মার্কিণ অস্ত্রধারী এক সৈন্যদলকে মুক্তিযোদ্ধা গরিলাদের বিরুদ্ধে লাগান হয়েছে। সম্প্রতি আরও ১০হাজার নতুন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। ম্যানেলায় সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। গোটা লুজন দ্বীপকে সামরিক কর্ত্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিপাইনে নিজেদের রাজত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ফিলিপাইনকে কাগুজে 'স্বাধীনতা' দেওয়া হয় জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কিন্তু তাতে ফিলিপাইনের দুর্দ্দশার অবসান হোল না। আমেরিকার বান্দা রাষ্ট্রপতি কুইরিনো এবং তার সরকারের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ চলে মার্কিণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

ফিলিপাইন ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার মূলে শুধু শোষণ আর মুনাফা হাতানই একমাত্র লক্ষ্য নয় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের। প্রশান্ত মহাসাগরে তারা যে নতুন যুদ্ধের চক্রান্ত ভাঁজছে ফিলিপাইনকে তারা সেই জালে জড়াতে চায়। সেই জন্যই ফিলিপাইনকে যে মোটা টাকা "খয়রাতি" দেওয়া হচ্ছে তা খরচ হচ্ছে নতুন নৌ এবং বিমান ঘাঁটি তৈরীর জন্য, মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রের দাম দেবার জন্য এবং অসংখ্য মার্কিণ সামরিক "উপদেষ্টাদের" পোষবার জন্য।

ওয়াশিংটন থেকে হুকুম এসেছে ফিলিপাইনের শাসকদের ওপর যেমন করে পার মুক্তি সংগ্রাম ধ্বংস কর। টাকা আর অস্ত্র এবং উপদেশ ঢালা হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকা ফিলিপাইনে ২৬ খানা "থাণ্ডারবোল্ট" এবং ৫০ খানা "মুষ্ট্যাং" যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে। মার্কিন উপদেষ্টারা অস্ত্র আমদানী আরো বাড়াবার চেষ্টা করছে।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ফিলিপাইনে মার্কিন দূতাবাস থেকে ঘোষণা করা হয় যে "মেরাইন নয়ম রেজিমেণ্টকে" দূতাবাসের "নিরাপত্তা রক্ষার" জন্য ফিলিপাইনে পাঠান হয়েছে। ১লা এপ্রিল মার্কিন সামরিক মিশনের কর্ত্তা এণ্ডারসনের সঙ্গে কুইরিনের সরকারের এক বৈঠক বসে। তার পরেই মার্কিন সেনাপতি মশায়ের পরামর্শে মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

৬ই এপ্রিল ফিলিপাইন থেকে এশিয়ার সংবাদদাতা খবর দেন যে গেরিলাদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের সশস্ত্র বাহিনী এক নতুন অভিযান সুরু করেছে। তারা গেরিলাদের বিরুদ্ধে মার্কিন ট্যাঙ্ক বিমান ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। কিন্তু এত আক্রমণ আর বর্ব্বরতা সত্ত্বেও ফিলিপাইনের মুক্তি যুদ্ধ আরো ছড়িয়ে পড়ছে, দানা বাঁধছে। এই থেকেই বোঝা যায় ফিলিপিনোরা হাতে অস্ত্র নিয়ে তাদের লড়াইকে আরো জোরে চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার স্বদেশী চেলাদের হাত থেকে তারা দেশকে মুক্ত করবেই

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভুল বিশ্লেষণ

মানুষের মত বাঁচার পথ

জানিতে চাইলে

সোভিয়েট ল্যাণ্ড

পড়ুন

অনুসন্ধান করুন :—টাস নিউজ এজেন্সি, ৬, ক্যানিং রোড, নয়াদিল্লী

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সরকারের বাস্তুহারা দরদ

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,—

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকায় সরকারের বাস্তুহারা-দরদের এই খবরটা প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

এ কথা আজ সকলেই জানেন যে গত দাঙ্গা বেধেছে বড় বড় ব্যবসাদার আর তাদের বন্ধু বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের উস্কানীতে। আমরাও কোলকাতার এণ্টালী এলাকার বাস্তুহারারা সেই দাঙ্গার সেরা ভুক্তভোগীদের মধ্যেই। এই সব রক্তচোষাদের ষড়যন্ত্রের ফলে আমরা আমাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে এখানে চলে আসি এবং ইণ্টালী এলাকার খালি বাড়ীগুলিতে কোন রকমে মাথা গোঁজবার জায়গা করে নিই। বাস্তু ছেড়ে যখন চলে আসি তখন আশা ছিল কংগ্রেসী সরকার আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে। আশা করেছিলাম কারণ দেশভাগের সময় কংগ্রেসী নেতারা বাস্তুত্যাগীদের জন্যে কিছু করবেন এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। এমন কি এবারের দাঙ্গার বাংলা ভ্রমণের সময় পণ্ডিতজী আমাদের দুঃখে অনেক চোখের জল ফেলে গেছেন। অথচ আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে এই সব নেতাদের মুখই সব। কাংগ এবা আজ শুধু তাদের স্বার্থই দেখছে যারা শোষণ করেই বেঁচে আছে। তার প্রমাণ আমরা এই এলাকার বাস্তুহারারা। গত কয়েকদিন আগে আমাদের কাছে সরকার থেকে নোটিশ দেওয়া হয় যে এণ্টালী এলাকার এই সব বাসা আমাদের খালি করে দিতে হবে। অথচ আমাদের থাকবার কোন ব্যবস্থাই সরকারের সে নোটিশে ছিল না। তখন আমরা আমাদের সব অভিযোগ জানাবার জন্যে কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাঠালাম প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের সাথে দেখা করবার জন্যে। কিন্তু, তিনি দেশের কাজে এতই ব্যস্ত যে দেশের মানুষের কথা শোনবার অবসর তাঁর হোল না। তাঁর সেক্রেটারী জানালেন দুমাসের মধ্যে তাঁর সাথে দেখা হবে না। এর দুএকদিন পরেই পাঁচ ছয় লরী মিলিটারী পুলিশ এসে এ এলাকার কয়েকঘর বাস্তুহারাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে কাশীপুরে এক গুদোমবাড়ীতে রেখে এল। সেখানে সরকার শুধু থাকবার জায়গা দিল। খাওয়ার ব্যবস্থা ত' সরকার করেই নি, এমনকি একজন ডাক্তার পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হয় নি। সেই গুদোম বাড়ীতে ইতিমধ্যে চিকিৎসার অভাবে পাঁচ ছয় জন মারা গেছে। আরও চার পাঁচজন বসন্তে ভুগছে। আর তাদের থাকবার কোন আলাদা ব্যবস্থাও সরকার করেনি। একই ঘরে পাশাপাশি বসন্তের রোগীর সাথে শিশুদের পর্যন্ত দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এ অবস্থা শুধু আমাদের নয়, সমস্ত বাস্তুহারাদের।

তাই, বাস্তুহারা ভাইবোনদের কাছে আমি জানাচ্ছি যে এ-সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। দেশের মুক্তি আন্দোলনের সংগে আন্দোলনে না নামলে মুক্তি নেই। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত—অজিত বসু

বাস্তুহারাদের কুঁড়েঘর ভাঙার কাজে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ

আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির কংগ্রেসী কর্ম্মকর্ত্তাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তি

উদ্বাস্তুদের প্রতি গোটা কংগ্রেসের কি ধরণের মনোভাব তা আজ আর কারও অজানা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন যার জোরে যে কোন বাস্তুহারাকে তাঁরা সরকারী জমি ও বাড়ী হ'তে উচ্ছেদ করতে পারবেন। গতই লা এপ্রিল আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে হতেই বাস্তুহারাদের ওপর নতুন করে অত্যাচার আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল আর অর্ডিন্যান্সটি জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সরকারী জমি দীর্ঘদিন ধরে পোড়ো অবস্থায় পড়ে ছিল এবং বর্ত্তমানে যে গুলি কোন কাজেও লাগবে না সেই রকম জমি থেকেও বাস্তুহারাদের জোর করে পুলিশের সাহায্যে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জোরটা অবশ্য গুলি গোলা গ্যাস আর লাঠির জোর। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ঐ সব জমির ওপর বাস্তুহারারা যে সব ছোট ছোট কাঁচা ঘর তুলেছিল সেগুলিকে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে; ফলে উদ্বাস্তুর দল যথাসর্বস্ব বিক্রি করে মাথা গোঁজার যে স্থানটুকু জোগাড় করেছিল তাও হারিয়ে আবার নতুন করে বাস্তুহারা হতে বাধ্য হচ্ছে।

আর এই পৈশাচিক মনোভাব শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেরই নয়; ছোট বড় প্রতিটি কংগ্রেস কবলিত প্রতিষ্ঠানেরই এই মনোবৃত্তি। বোম্বাই সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ীই স্থায়ীভাবে পুনর্বসতির আশ্বাস দিয়ে ১০ হাজার বাস্তুহারাকে দক্ষিণ দেওলালি হতে আমেদাবাদের কুবের নগরে স্থানান্তরিত করা হয়। অথচ পুনর্বসতির কথা দূরে থাকুক তাদের যে রেশন দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দূর গ্রামাঞ্চলে সাহায্যহীন অবস্থায় পড়ে থাকলে অনাহারে মৃত্যু স্থির জেনে বাস্তুহারার দল যৎসামান্য ব্যবসা করে কোন রকমে দিন গুজরাবার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেখানে তারা তাদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে পোড়ো মিউনিসিপ্যাল জমির ওপর কাঁচা ছোট ছোট ঘর তুলে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং ফেরি করে কিংবা হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে চেষ্টা করে এই সব জমি বহুকাল পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং বর্ত্তমানেও সে গুলিকে কাজে লাগান হবে না তবুও উদ্বাস্তুদের ঘর তুলতে দিয়ে আজ তা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

শুধু তাই নয় সম্প্রতি আবার বাস্তুহারাদের ওপর এই মর্মে এক আদেশ জারী করা হয়েছে যে, যদি উদ্বাস্তুরা নিজেরাই নিজেদের ঘর ভেঙে দিয়ে মিউনিসিপ্যাল জমি ছেড়ে চলে না যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ লোকজন দিয়ে ঘরদোর ত ভাঙাবেই; উপরন্তু ঘর ভাঙতে যে খরচ হবে তাও বাস্তুহারাদের সম্পত্তি বিক্রি করে আদায় করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর, সিপাই, মজুর প্রভৃতির মাহিনা ও মজুরী বাবদে ১০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে। বাস্তুহারাদের সম্পত্তি বলতে যে থালা ঘটি বাটি ও যৎসামান্য জিনিষপত্র আছে সেগুলি থেকেও বঞ্চিত করতে বাধে না কংগ্রেসী মাতব্বরদের। মুখে বড় বড় গান্ধীমার্কা বুলি এবং চোখে বাস্তুহারাদের জন্যে জলের ধারা বইয়ে দিয়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্য হল কংগ্রেসের। এহেন ভণ্ডদের চিনে রাখা উচিত; কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখে বসে থাকলে ধ্বংস অনিবার্য্য একথা বোঝার দিন এসে গিয়েছে—বাস্তুহারা ভাইবোনদের এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেই।

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হা মা রা প থ
কার্য্যালয়ঃ—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

রাজা সাহেবের বরফের ব্যবসায় আড়াই লাখ টাকা সাহায্য

কৃষকদের সাহায্য করার নামে

বাজে কোম্পানীর পেছনে লাখ লাখ টাকা নষ্ট

বলা হয়ে থাকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে উত্তর প্রদেশের পন্থ মন্ত্রীমণ্ডলি সবচেয়ে কর্ম্মক্ষম; জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার দিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি এবং তারা সমস্ত রকম corruption এর উর্দ্ধে। পন্থ মন্ত্রীমণ্ডলি অন্যান্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে কর্মক্ষম কিনা তা জনসাধারণের পক্ষে বলা মুস্কিল কিন্তু তারা যে সমস্ত রকম কলুষতার উর্দ্ধে নয় এবং জনস্বার্থ রক্ষার চেয়ে স্বজন প্রীতি ও ধনিক তোষণ যে তাদের বেশী প্রিয় তা বহুবার প্রমাণ হলেও সম্প্রতি আর একবার প্রমান হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার জমিদারী প্রথা বিলোপ করতে পারছে না টাকার অভাবে; তাই জমিদারের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে চাষীদের ওপর বাধ্যতামূলক চাঁদা ধার্য্য করতে হয়েছে—এই কথা প্রচার করা হয়ে থাকে। অথচ কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত সেরওয়ানী পরিষদকে জানিয়েছেন যে একটি বরফ কোম্পানীকে আড়াই লাখ টাকা খনন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী মশাই এর বক্তব্য, ছোটখাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার যে নীতি বর্ত্তমান আছে সেই নীতি অনুযায়ীই এই সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার যে আদৌ তা নয় সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর মোটা মূলধন হল তিন লাখ টাকার মত। তাও আবার পুরো আদায়কৃত নয়। এই অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ টাকা খনন মঞ্জুর করা কোনক্ষেত্রেই স্বাভাবিক নয়। তার ওপর উক্ত কোম্পানীটি একটি ব্যাঙ্ক থেকে ১লাখ ৮০ হাজার টাকা খনণ ইতিমধ্যেই নিয়েছে। সুতরাং বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না এ হেন বাজে ও নড়বড়ে কোম্পানীর পেছনে আড়াই লাখ টাকা আমানত করার কোন গূঢ় কারণ অবশ্যই আছে; বিশেষ করে এর চেয়ে হাজার গুণে ভাল অবস্থার ও বেশী দরকারী ছোটখাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে খনণের জন্যে আবেদন নিবেদন করেও যখন ব্যর্থ হতে হয়েছে।

জানা গিয়েছে বরফের ব্যবসাটি একটি রাজাসাহেবের। তিনি একজন ঝানু হিন্দু মহাসভাপন্থী এবং পন্থ মন্ত্রী-মণ্ডলের এক স্তম্ভ বিশেষ। তিনি উত্তর প্রদেশের সরকারকে এই সাহায্যের জন্যে চাপ দেওয়ায় মন্ত্রীমণ্ডলী বন্ধুকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐ টাকা বরাদ্দ করে। এর নাম হল কংগ্রেসী সততা।

জনসাধারণের বুকের রক্ত জল করা টাকা কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলিরা সর্ব্বত্রই এইভাবে ওড়াচ্ছে। কোন জনউন্নয়ন পরিকল্পনার কথা উঠলেই জবাব দেওয়া হয় টাকার অভাবে তা করা সম্ভব নয়। এতদিনের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার ফুরসৎই হয় নি কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির অর্থের অভাবে অথচ নিজেদের দলীয় কাজে ও স্বজন পোষণ ও তোষণে কোটি কোটি টাকা ওড়ান হচ্ছে। রাজস্থানের সরকার কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির কাজে ৩০ লাখ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেছে। কাগজে পত্তরে বলা হয়েছে "গঠন মূলক কাজ ও গণ-সংযোগ রক্ষার" কাজে এই টাকা ব্যবহৃত হবে কিন্তু যে কার্য্যসূচী এই উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে দেখা যায় "খাঁটী কংগ্রেসীদের" পেছনেই টাকাটা খরচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই-ভাবে সরকারী টাকা কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজেদের উপদলীয় স্বার্থ রক্ষা করার কাজে ব্যবহার করছে।

মধ্যপ্রদেশেও নেপ ও বেলারপুর কাগজ কলের পেছনে এইভাবে কোটি কোটি টাকা গোপনে খরচ করা হচ্ছে। এরই নাম কংগ্রেসী শাসন নীতি, এই হল কংগ্রেসী আমলে জনস্বার্থ রক্ষার নমুনা।

পশ্চিম বাংলা সরকারের চালের ব্যবসা

১০ কোটী টাকা লাভের বদলে প্রায় ৩ কোটী টাকা ক্ষতি

৭৫ লাখ টাকার চাল নষ্ট বলে বর্ণিত

রেল ভাড়া ৪ আনার স্থলে ৩৷৶০ দেখান

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকার টাকার অভাব, এই অজুহাতে প্রত্যেকটি জন-উন্নয়নকর পরিকল্পনা বন্ধকরে দিয়েছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত জনহিতকর বিভাগে খরচ কমিয়ে দিয়েছে। অথচ এই সব একান্ত দরকারী বিভাগের খরচ কেটে পুলিশ বিভাগে খরচ বাড়িয়ে চলা হচ্ছে; শুধু তাই নয় যে সমস্ত বিষয় হতে কোটি কোটি টাকা আয় হতে পারে এবং হিসাব মতে তথন সেখানে ক্ষতি হচ্ছে বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। পশ্চিম বাংলা সরকারের চালের ব্যবসা এই রকম একটি বিষয়। সকলেই জানে চালের ব্যবসা সরকারের পায় একচেটে ব্যবসা, এর যা কিছু খরচ—গুদাম ভাড়া থেকে লরীর খরচ, লোকজনদের মাইনে ও মজুরী পর্যান্ত সমস্তই আলাদা তহবিল থেকে দেওয়া হয়, তবু এতে লাভ হয় না। সরকারী কেনা ও বিক্রি দামে ব্যবসা চালালে যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যেখানে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা লাভ হত, সরকারের সেখানে ৩ কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। সত্যাই এটা সম্ভব কি না, তা বিবেচনা করে দেখা দরকার এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ আসল অবস্থা ক[illegible]তো [illegible] দাবীও করে। সরকারী হিসাব আলোচনা করলে দেখা যায় গত ২ [illegible] চাল কেনা হয়েছে তার প্রায় [illegible] বিক্রি হয়েছে।

হিসাব এই রকম :—

	১৯৪৯—৫০ (টাকা)	১৯৫০—৫১ (টাকা)
গতবছরের মজুদ		
[illegible] চাল	৬, ৩৮, ০৬, ০০০	৭, ২৭, ৬৬, ০০০
বছরের মধ্যে কেনা চাল	২৮, ৫১, ০০, ০০০	২৭, ৭৬, ০০, ০০০
বছরের মধ্যে বিক্রি চাল	২৬, ৮৬, ৪০, ০০০	২৬, ৮০, ০০, ০০০
বছরের শেষে মজুদ ঠিক চাল	৭, ২৭, ৬৬, ০০০	৮, ২৩, ৬৬, ০০০

এই চালের সর্বোচ্চ কেনা দাম হল মণ প্রতি ১২৸০ আনা এবং সর্বোচ্চ বিক্রি দাম ২৭৷৷/০ আনা। কেবল মাত্র রেল ভাড়া ছাড়া অন্য কোন খরচ কেনা দাম ও বিক্রি দামের পার্থক্যের মধ্যে ঢোকে না। পশ্চিম বাংলা সরকারের চালের কারবারের হেড অফিস, হিসাব রক্ষা, চাল কেনা, চাল বিক্রী, ষ্টেশন হতে গুদাম, গুদাম থেকে দোকানে নিয়ে যাবার লরী খরচ, প্রভৃতি যত রকম খরচ আছে, যার মোট পরিমাণ হল ২ কোটি ৪৯ লাখ ১২ হাজার টাকার মত, তা সরকারী তহবিল হতে আলাদা ভাবে দেওয়া হয়। তাই চালের ব্যবসায় কেনা ও বেচার মধ্যে প্রভেদ (margin) নেট লাভ বা ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না।

এখন দেখা যাক এই ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতি কোনটা হতে পারে। সরকারের ধান কেনার সর্ব্বোচ্চ দাম হল ৭৲ টাকা। তাহলে চালের দাম দাঁড়ায় প্রতি মণ ১০৷৷০ টাকা। অথচ সরকার সর্ব্বোচ্চ দাম হিসাব পত্রে ১২৸০ আনা দেখিয়েছেন। মণ প্রতি এই ২৷০ আনার প্রভেদ কেমন করে হল তা কোথাও বলা হয় নি। তারপর রেলভাড়া ধরা হয়েছে প্রতিমন ৩৷৶০ আনা। অথচ পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্ত থেকে কলকাতায় চাল আনতে রেলভাড়া লাগে ৫ আনার মত, বর্দ্ধমান হতে আনার খরচেরও কম। গড়ে আমরা তাহলে ধরতে পারি প্রতি মণে রেলভাড়া সাড়ে ৪ আনা। সেই জায়গায় কলমের খোঁচায় কেমন করে তা ৩৷৶০ হল তা বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং বোঝা গেল সর্ব্বোচ্চ দাম যেখানে হয় ১০৷৷০+৷১০=১০৸১০, সেখানে সরকার দেখিয়েছে ১২৸০+৩৷৶০=১৬৵০।

এইবার বিক্রি দামের কথা ধরা হোক। সরকারী রেশনের দোকানে দুরকমের চাল বিক্রী হয়। 'এ' গ্রেড প্রতিমন ২৭৷৷/ করে এবং 'বি' গ্রেড ১৬৷৷/ করে। কত চাল 'এ' এবং কতচাল 'বি' গ্রেডের বিক্রি হয়েছে তা জানতে না পারলে গড় বিক্রি দাম বলা অসম্ভব। কিন্তু সরকারী হিসাবে কোথাও সে কথা বলা হয় নি। এর কারণ হিসাব এমন ভাবে দেখান যাতে জনসাধারণ আসল ব্যাপার বুঝতে না পারে। সমস্ত হিসাব না মিললেও এ কথা খাঁটী সত্য যে, যখন দু রকমের দামে চাল বিক্রী হচ্ছে তখন তাদের গড় দাম সবচেয়ে কম দামের চালের চেয়ে বেশী হতে বাধ্য। সুতরাং গড় বিক্রি দাম ১৬৷৷/০ আনার চেয়ে বেশী। কিন্তু সরকারী হিসাবে দেখান হয়েছে চালের গড় বিক্রি দাম ১৬৷৷/০। যতদূর হিসাব পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ২০৲ টাকার কম কিছুতেই এ গড় হতে পারে না।

তাহলে পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল কেনা দাম ৫৷/১০ বাড়িয়ে এবং বিক্রি দাম ৩৷।/০ কমিয়ে দেখান হয়েছে সরকারী হিসাবে, অর্থাৎ মোট ৮৸/১০ তফাৎ। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বলা হয়েছে ৭৫ লাখ টাকার চাল খোয়া ও নষ্ট (Shortage or wastage) হয়েছে। এর সত্যতা নিরুপণ করা অসম্ভব।

হিসাবের এত গোলমালের কথা ছেড়ে দিলেও যদি সরকারী হিসাবের কথা ধরা যায় তাহলে কি দাঁড়ায়? সরকারী বাজেটে ঝড়তি পড়তি বাদে মোট বিক্রি চালের পরিমাণ হল ১ কোটি ৬৮ লাখ মণ। আমাদের হিসাব মত মণ প্রতি ৮৸/১০ লাভ থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় ৭৲ করেও লাভ থাকে তাহলে মোট লাভ দাঁড়ায় ১১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। পূর্ব্বাপর বছরেও এই একমই অবস্থা থাকতে বাধ্য। অথচ ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে দেখা যায় লাভের বদলে ক্ষতির পরিমান দেখান হয়েছে ২, ৭০, ৬৯, ২১৯ টাকা। এই ১০ কোটির মত টাকার গলদ কেমন করে হল?

পশ্চিম বাংলার জনসংভরণ বিভাগের নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ প্রচলিত তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব গলদ বিবেচনা করলে কি মনে হয়? বাঙালীর পেটে ছুরি মন্ত্রীরা অনেকদিন হতেই চালাচ্ছেন তার ওপর এইভাবে গলায় ছুরি দেওয়া সহ্য করলে বাঁচা অসম্ভব, এই কথাটা ভুলে গেলে মরতে হবে। সুতরাং কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিবাদ গড়ে তুলুন।

শ্রমিক নেতাকে অযথা হয়রানি

কমরেড অজিত সেনের গৃহে খানাতল্লাসী

রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু থেকে সুরু করে চুনোপুঁটি কংগ্রেস নেতারা পর্যন্ত সবাই মিলে চেঁচিয়ে চলেছে যে কংগ্রেসী রামরাজত্বে গণতন্ত্রের মহিমা অপার। ইংরেজকে দূর করে দিয়ে এত জাতীয় সরকারের মত শ্রমিক-প্রীতি ত্রিভুবনে আর কারুর নেই। কংগ্রেসী সরকার শুধু দেশের স্বার্থই দেখে, বিদেশী পুঁজিপতিদের ওপর এতটুকু টান এদের নেই।

এই প্রহসনের আর এক প্রমাণ পাওয়া গেল গত ৮ই মে। টালিগঞ্জের গল্ফ ক্লাবের সভ্যরা প্রায় সবাই ইংরেজ, প্রকৃতপক্ষে এটা ইংরেজ প্রতিষ্ঠান। গল্ফ ক্লাবের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড অজিত সেনের সাথে ক্লাব কর্তৃপক্ষের খানিকটা তীব্র আলোচনা হয় শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে। এই ন্যায্য দাবীদাওয়া পেশ করে আলোচনা করার অপরাধে ও কমরেড সেনকে জব্দ করার জন্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় সরকারের পুলিশকে তলব করে। ইংরেজ প্রভুদের হুকুম মাফিক রামরাজত্বের গণতান্ত্রিক পুলিশ এসে কমরেড সেনের বাড়ী খানাতল্লাসী করে হামলা করে। সরকারের আর সব কিছু বাদ দিলেও শুধু এই ঘটনা থেকেই জনসাধারণ বুঝবে যে মুখে যতই গণতন্ত্রের বুলি আওড়াক, প্রকৃতপক্ষে কেবল গণতান্ত্রিক ন্যায্য আন্দোলন সরকার করতে দেবে না, কমনওয়েলথের বাইরে এসে ইংরেজ পুঁজিবাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ সে করবে না।

চাল কেনার নাম করে বর্ম্মা সরকারকে খয়রাতি

গণআন্দোলন দমন করতে খোলাখুলি ধার দিয়েও নেহেরু সরকারের তৃপ্তি মেটে না

ব্যবসার নামে তাই ভারতীয় জনতার রক্ত জল করা প্রায় আড়াই কোটি টাকা দান

ভারত সরকার ব্রহ্মদেশ হতে ১৯৮০ আনা মণ দরে ২৭ লাখ মণ চাল কিনেছেন। এ চাল রেঙ্গুন বন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা। রেঙ্গুন হতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জাহাজ ভাড়া প্রায় ৬৲ টাকার মত পড়ে। সুতরাং এখানে রেঙ্গুন চালের দাম পড়ল ২৫৮০ আনার মত। অথচ ব্রহ্মদেশের চাল বাংলা দেশের চালের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আর অন্যদিকে বাংলা দেশে চাষীকে ধানের জন্য সরকারী দাম দেওয়া হয় সর্ব্বোচ্চ ৭৲ টাকা। দেড়মণ ধানে একমণ চাল হয়; এই হিসেব ধরলে বংলা সরকার বাংলার চাষীকে প্রতিমণ চালের জন্য ১০৷৷০ দেন। তাহলে পরিষ্কার হিসাব হল মণ প্রতি ৯।০ করে বেশী দাম ব্রহ্ম সরকারকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৭ লাখ মণে তাহলে বেশী দেওয়া হল প্রায় আড়াই কোটি টাকা। এর ওপর আনার খরচ আছে। বর্দ্ধমান মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা থেকে আনতে মণ প্রতি ৩৲ টাকা (অবশ্য সরকারী হিসাব মতে, আসল নয়) খরচ পড়ে; সেই জায়গায় ৬৲ টাকা করে খরচ দিতে হচ্ছে। এতে মোট বেশী পড়ল ৮১ লাখ টাকা। তাহলে কয়েক কোটি টাকা উড়িয়ে দেওয়া হল বর্মা মুল্লুকের চালের পেছনে।

এইভাবে বেশী দাম দেবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লা হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব শ্রী জয়রাম দাস দৌলত রামের অবৈতনিক পরামর্শ-দাতা। তিনি যে ব্যবসা বোঝেন না— একথা কেউ বলবে না। তবুও কেন এই চড়া দামে চাল কেনা হল? এর দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় যে ব্যবসায়ীটি ভারত সরকারের হয়ে চাল প্রোকিওরমেণ্ট করেছেন তিনি বেশ মোটা দাঁও মেরেছেন। নয় যে ব্রহ্ম সরকার নিজের দেশের জনতার সমর্থন হারিয়ে মরার মুখে অপেক্ষা করছে তাকে সাহায্য করার জন্যে এই ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্রহ্মদেশের গণ আন্দোলন পিষে মারার জন্যে নেহেরু সরকার থ্যু সরকারকে অর্থ সাহায্য করেছেন। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে খিড়কির পথে আরও সাহায্য করা হল চাল কেনার নাম করে। কারণ সামনাসামনি প্রকাশ্য-ভাবে সাহায্য করলে পাছে ভারতীয় জনতা প্রতিবাদ করে সেই ভয়ে গোপনে খাদ্য ঘাটতির সুযোগ নিয়ে সাহায্য করা হল।

এই দুই কারণের যে কোনটা আসল কারণ হোক না কেন, ভারতীয় জনসাধারণের বুকের রক্ত জল করা কয়েক কোটি টাকা অদৃশ্য হল। দেশের চাষীকে মণ প্রতি ১৲ টাকা করে বেশী দাম দিতে যাদের চূড়ান্ত আপত্তি, চাষী বেশী দাম চাওয়ায় হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি চালাতে যাদের বাধেনি, বাধেও না তারা এইভাবে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে চলেছে বিদেশী কিংবা দেশী ধনকুবেরদের পকেট ভর্ত্তির কাজে। কংগ্রেসী সরকারের এই হল আসল চেহারা।

কাশ্মীর বিভাগের ষড়যন্ত্র পাকা

নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির পেছনের ইতিহাস

মিঃ ওয়ারেণ ও মিঃ লয় হেণ্ডারসনের কথায় ওঠাবসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মত সেও চলিতে বাধ্য। তাই সর্দ্দার প্যাটেল পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন—শুধু সেই সমস্ত শিল্প গড়িতে হইবে যাহা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন, আধুনিক সৈন্যদল গঠনের জন্য প্রয়োজন. অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ মোটর বিমানপোত প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া কাশ্মীরের দিকে চাহিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না Cease fire lineই কাশ্মীর বিভাগের সীমারেখা। লণ্ডন টাইমস্ সংবাদ দিয়াছে এইবার কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে: ষ্টেটসম্যান জানাইয়াছে আজাদ কাশ্মীর হইতে অমুসলমানদের অপসারণ করা হইবে। লক্ষ্ণৌএর ন্যাশানাল হেরাল্ড পণ্ডিতজীর নিজস্ব কাগজ, তাঁহার জামাতা ফিরোজ গান্ধী ইহার পরিচালক। সুতরাং ইহার মতামত অনেকাংশে সরকারী মতামত। সেই ন্যাশানাল হেরাল্ডে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে—"কাশ্মীর লইয়া যুদ্ধ পোষাইবে না। তবে কি করা হইবে? তিনটি পথ আছে—১) গণভোট, ২) কাশ্মীর বিভাগ ৩) আন্তর্জাতিক গ্যারেন্টি সহ কাশ্মীরের স্বাধীনতা।……গণভোটের লাভ কি হইবে তাহা মরীচিকার ন্যায় বিভ্রান্তি কর। ইহার ফল কাশ্মীরের পক্ষে যাহা হউক না কেন ভারত ও পাকিস্তানে উহা হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। গণভোটের সময়কার প্রচার কার্য্য হইতেই এই তিক্ততা সুরু হবে। কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হউক ইহাতে ভারত বা পাকিস্তান কেহই রাজী হইবে না।… সুতরাং একমাত্র উপায় থাকিতেছে… বিভাগ; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞোচিত পথ।" কাশ্মীর ব্যবচ্ছেদের জন্য ইতিমধ্যেই প্রচার সুরু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কাশ্মীরীরা একজাতীয় নয়. কাশ্মীর homogenous unit নয়, এই সব কথা ভালভাবেই বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। "কাশ্মীর একজাতি অধ্যুষিত রাজ্য নহে। এখানে বহু সম্প্রদায়ের বাস। পাকিস্তানের পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চিম কাশ্মীরের লোকেরা প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাবী, তাহারা কাশ্মীরী ভাষায় কথাও বলে না। উপত্যকার লোকেরা কাশ্মীরী।…অর্থনৈতিক হিসাবেও কাশ্মীর একটি homogenous unit নহে। কাজেই গণভোট না লইয়া কাশ্মীর বিভাগ করিলে কোন একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা হইবে না। সর্দ্দার প্যাটেল কিভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির সীমানা বদলাইতেছেন তাহা লক্ষ্য করুন। ইহাকে কি ব্যবচ্ছেদ বলা যায়।" নেতাদের মুখের কথায় আর প্রচারের জোরে তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতি হিসাবে রূপ লইল। মিথ্যার বেসাতি আর কত চলিবে।

ইহার উপর ইতিমধ্যেই মার্কিন সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহু মিশনই কাশ্মীরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়নের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষে বসিয়াই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ গুর্খা সৈন্য জোগাড় করিতেছে মালয়বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে, নেপালে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটী হইয়াছে; কাশ্মীরের গুরুত্ব এই দিক দিয়া যথেষ্ট। সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করিবার পক্ষে চমৎকার স্থান। সুতরাং ঐ স্থানে ঘাঁটী গাড়িতে হইবে। কাশ্মীর ব্যবচ্ছেদ তাহারই প্রস্তুতি।

এই যুদ্ধ প্রস্তুতিকে বানচাল করিতে হইলে ভারতীয় শ্রমজীবি জনতাকেই করিতে হইবে। ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশের শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের মারফৎ দেখাইয়া দিয়াছে কেমন করিয়া ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকে ব্যর্থ করা যায়। সেই ভাবে ভারতীয় শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধতা ও আন্দোলনের জোরে নেহেরু প্যাটেল চক্রের ভারতকে ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধ চাকায় বাঁধার কৌশলকে রোধ করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুতি গড়িয়া তোলাই এখনকার দায়িত্ব। নিজের স্বার্থরক্ষার্থে জনতাকে সে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত